পর্যালোচনা

নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও এ বছর তথ্য কেন্দ্রের বহুমুখী ও সুচিন্তিত উদ্যোগসমূহ কেবল জাতিসংঘ আদর্শকে সমুন্নত করতে সহায়তা করেনি, বাংলাদেশের জনগণকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে। মডেল জাতিসংঘ অধিবেশনগুলো নতুন প্রজন্মকে উদ্দীপ্তকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সঙ্গত কারণেই শিক্ষক মহলেও তথ্য কেন্দ্রটির অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এ বছর কেন্দ্রটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো এইড্স ও মিঠা পানি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তাদান। যদিও বিশ্ব নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবসেও এইড্সের ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত ফিচারসমূহেও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এ বছর এনজিও ও সাংবাদিকদের সঙ্গে এর যোগাযোগ আগের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এর গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও প্রকাশনাসমূহের চাহিদা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ ব্যবস্থাধীন অন্যান্য সংস্থা ও এজেন্সির সঙ্গেও এর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। সংবাদ মাধ্যমগুলোতে এর প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য কেন্দ্রেরই অনুরোধে শুধু জাতীয় দৈনিকসমূহে নয়, বেতার ও টেলিভিশনে বেশ কিছু প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়। এর কর্মকর্তা ঢাকাস্থ জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত নৈমিত্তিক আলোচনাসমূহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রের স্টাফগণ ঢাকাস্থ জাতিসংঘ পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখেন। অবশ্য এ সময়ে কেন্দ্রটিকে নিউইয়র্কে সদর দফতরের সঙ্গেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ও তিন মাস অন্তর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সদর দফতরে প্রেরণ করা হয়।

এ বছর ঢাকাস্থ তথ্য কেন্দ্রের প্রকাশনা অর্থাভাবে সীমিত রাখা হলেও নগণ্য ছিল না। চাহিদা ও বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র'টির বাংলা অনুবাদ পুনঃমুদ্রণ করা হয়। 'মাদকবিরোধী সংগঠন লাইফ ও জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতির সহযোগিতায়' শীর্ষক একটি ব্রুসিয়ার প্রকাশ তথ্য কেন্দ্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ, তবে প্রকাশনার ব্যাপারে সারা বছরই তথ্য কেন্দ্রের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। প্রতি মাসে বাংলায় একটি বুলেটিন বা নিউজলেটার প্রকাশ ও সেগুলোর সুষ্ঠু বিতরণের কাজটিকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। বরাবরের মতোই জাতিসংঘ সম্পর্কিত বাণী, তথ্য ও সর্বোপরি মূল্যবান বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট থাকায় বর্ণাঢ্য ও সচিত্র বুলেটিনগুলো পাঠকসমাজ ও গবেষকদের সমাদর লাভ করে। বিতরণের দায়িত্ব তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিককে বহন করতে হয়। প্রধানত তিন পদ্ধতিতে বিতরণ হয়ে থাকে যথা: তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে তথ্যসামগ্রী প্রেরণ এবং ই মেইলের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ, সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্যসামগ্রী বণ্টন।

c_g wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b